রায়হানকে আমার শেষ উত্তুর

সাঈদ কামরান মির্জা
ফেব্রুয়ারী ১২, ২০০৬

গত ৬/৭ বৎসরে কম করে হলেও কয়েক ডজন ইসলাম-পন্থীদের সঙ্গে ডিবেট করেছি। ই-ফোরাম যেমন NFB, MM, SSI সাইটগুলোতে কিছু জাদরেল ইসলামিষ্টদের বা ইসলামী পন্ডিতদের সঙ্গেও আমার ডিবেট হয়েছে। ডিবেটে প্রায় ১০০% ক্ষেত্রেই আমার প্রতিপক্ষ হেরেছে এবং গা ঢাকা দিয়েছে। কিন্তু, কখনো আমি বা আমার প্রতিপক্ষ কেহই ব্যক্তিগত আক্রমন করে নাই; আমাদের আলোচনা লিমিটেড ছিল ইসলাম, কোরান, হাদিস এবং আনুসাঙ্গিক যুক্তিতর্কের মধ্যেই। তা'ছাড়া আমাদের ডিবেটে কেউ কারও স্ত্রীকে বা আমাদের বাবা-মাকে টেনে আনি নাই। কিন্তু, রায়হান সাহেবকে একটা বিশেষ ব্যতিক্রম বলেই মনে হচ্ছে। ডিবেটে আমি সবসময়েই জেতার কারণ ছিল—**আবুল কাসেমের ভাষায় আমাদের হাতে ছিল মোক্ষম অস্ত্র 'এটম বম্ব' (কোরান) এবং 'ডেইজি কাটার বম্ব' (হাদিস)।** এদ'ুয়ের মোক্ষম আক্রমনে ইসলামিষ্টদেরকে লেজ তুলে দৌড় দেওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

প্রায় ১০০% ক্ষেত্রেই ইসলামের পক্ষ-বিপক্ষ সমালোচকরা সবাই কোরানিক সেম্পল হিসেবে **মাওলানা ইউসুফ আলীর অনুবাদকেই ব্যবহার করেছে।** কারণ ইউসুফ আলীর অনুবাদকে বলা হয় **Internationally accepted standard Quranic translation, because Muslims and non-Muslims everybody accepts Yousuf Ali's Koran equally without any question.** তাই ইউসুফ আলীকেই স্টেন্ডার্ড হিসেবে নেওয়া হত। কেহ কেহ তুলনা করার জন্য **পিকথল, সাকির এবং বাংলাতে আনুবাদক হিসেবে ফজলুর রহমান মুন্সী এবং মুহিউদ্দীন খানকে উল্লেখ করেছে** । কিন্তূ খলিফা নামে কাউকে কোরানিক অনুবাদক হিসেবে আমি কখনো শুনি নাই এবং এই প্রথম শুনলাম রায়হানের কাছে। ব্যাপারটা একেবারে পরিস্কার রায়হান কেন খলিফার **মিস-ট্রানশ্লেসনকে** বেছে নিয়েছে। সেটাও আমার আপত্তি নয়। কিন্তূ তার কাছে ইউসুফ আলীর কোরান আনুবাদ থাকা সত্ত্বেও সে কেন আমাকে প্রশ্ন করল '**আমি সৌন্দর্যকে ঢেকে রাখার কথা কোথায় পেলাম?'** । তার মানেটা কি? আবার সে নিজেই সেটা তার লেখাতে দিব্বি দিয়ে দিল? **ওনার মধ্যে বেশ প্রভলেম আছে বলে মনে হয়।**

পুর্বের কয়েকটি লেখাতেই রায়হান বলেছে, **''প্রফেট মুহাম্মদকে নিয়ে সমালোচনা করা ঠিক নয় ইত্যাদি''** আবার এখনি আমার ঠেলা খেয়ে বলে **''না আমি সে কথা**

বলি নাই'' ঘটনাটা কি? ওনি একবার বলছেন—কোরানে এটা নেই, সেটা নেই; আবার ঠেলা পড়লেই সুর পাল্টিয়ে বলছেন ''না আমি তাহা বলি নাই'', এ তো দেখি মহা মুস্কিল!

ওনি আসলে সাদ্দাম এবং ওসামার ক্যারেক্টার পেয়েছেন কিছুটা। সাদ্দাম আমেরিকার হাতে কুকুর-বিড়ালের ন্যায় পিটনি খেয়েও বলে সে যুদ্ধে হারে নাই! ওসামাও শিয়াল-কুকুরের মত বেধড়ক পিটুনি খেয়ে শিয়ালের গর্তে ঢুকেও বলছে সে আমেরিকাকে মেরে তাবা করে দিবে। এদেরকেত কিছুতেই হারানো যাবে না দেখছি! রায়হান একবার হার স্বীকার করছে, ক্ষমাও চাচ্ছে; আবার পরমূহুর্তেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মারছে যে সে মোটেও হারে নাই। উপায় কি?

রায়হানকে তার বর্তমান লেখা থেকেই (অর্থাৎ তার এবারকার অরিজিনাল লেখা থেকে) কিছু তাঁজা ওক্তি তুলে ধরছি নিচে।

''সমালোচনার অবশ্য অবশ্যই দরকার আছে। সমালোচনা ছাড়া কোন সমাজই অগ্রসর হতে পারে না। তবে সুধুই হাদিস বা মুসলিমদের কাওর্য্যকলাপের উপর ব্যাসিস করে ***কোরান/মুহাম্মদের সমালোচনা করা মনে হয় কিছুটা অযৌক্তিক।*** *তা'ছারা, ১৪০০ বছর আগে মৃত্যুবরন করা একজন মানুষ কারোও পৈত্রিক সম্পত্তি হতে পারে না। ওনি এযুগের কারো যেমন বন্ধু নয় তেমনি আবার কারোও শত্রুও নয়।''*

উপরের কথাগুলোকে একটু বিশ্লেষন করলে সহজেই প্রমান হয় যে রায়হান প্রফেট মুহাম্মদের সমালোচনাতে বিশেষ আপত্বি এবং পরোক্ষভাবে সে আমাদের (আমি, আবুল কাসেম, আলী সিনা এবং মুহাম্মদ আজগর) সবাইর সমালোচনা করছে কেন আমরা মুহাম্মদের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি। অথচ এখন আবার বলছে আমিত সেটা বলি নাই!!!

আরও কিছু উক্তি সে করেছ এবং তাহা হল—-

'' কোরানের কোথাও মানুষকে রোবট হতে বলেনি''। হাঁ, কোরান অনেকবার মুসলিমদেরকে একেবারে রবট হতে বলেছে; সুধু আপনি জানেন না সেটা। সাবমিশনের অর্থ বুঝেন আপনি?

' 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রফেট ১৪০০ বছর আগে এসেও অত্যন্ত স্মার্ট লাইফ লিড করে গেছেন যার মধ্যে উপড়ের খুনটুসিগুলোর তেমন কিছুই ছিল না''। আমার জানতে ইচ্ছে করে প্রফেট মুহাম্মদ কোন ধরনের স্মার্ট লাইফ লিড করেছিলেন??? আমার কিন্তু মোটেও জানা নেই সেটা কি ধরনের স্মার্ট লাইফ ছিল মুহাম্মদের জন্য!তবে হাঁ, ওমেনাইজার হিসেবে সে স্মার্ট ছিল আধুনিক স্মার্টলোকদের চেয়েও অনেক বেশি।

‘ ***‘চিন্তা করা যায়। মেরাজের এক কাহিনী ফেঁদে..... অথচ এরকম একটা ’গুরুত্বপুর্ন’ বিষয়ের কিছুই কোরানে নেই’’ ।*** হাঁ, কোরানে এই মিরাজের খবর অবশ্যই আছে, কিন্তূ আপনি জানেন না সেটা। মুসলিমদেরকে অনেক আজগুবির মত এই গাজাখুরি গপ্পটিও বিশ্বাস করতে হত, নতুবা সে মুসলিম হতে পারে না।

এরূপ আরও অনেক প্রশ্ন রায়হান সবসময়েই করে থাকেন যাহা একেবারে অবাস্তব এবং অপ্রয়োজনীয়। তবে আমি এটাও স্বীকার করছি যে মাঝে মাঝে তিনি বেশ কিছু খুব **ফিলোসফিকেল ভাল প্রশ্নও করে থাকেন।** কিন্তূ ওনার বেশি বেশি অবাস্তব প্রশ্নের নিচে ঔ অল্প কিছু ভাল প্রশ্ন চাপা পড়ে যায়। এটাই হল মুস্কিল। এটা বোধ হয় তার ‘**অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করীর**’ ফলেই হয়ে থাকে। তাই না? পেয়ারানবী যেরূপ মুমিনদের জন্য আদর্শ; ঠিক তেমনি পেয়ারা নবীর স্ত্রীগন হল মুসলিমাহদের জন্য অকাট্ট মডেল। তাই যাহা নবীর স্ত্রীর জন্য ফরয, তাহা মুত্তাকীন মহীলাদের জন ডাবল ফরয। বুজ্ছেন কি বলছি? আমি অনুরোধ করব, রায়হান যেন কোরানটিকে থরলী খুব ভাল করে পড়ে নেন, এবং তারপর কোন কমেন্ট করেন। মনে রাখবেন, হাদিসের ৯৮% কথাই কোরানকে অবলম্বন করেই বলা হয়েছে।

রায়হানকে নিয়ে এটা আমর শেষ লেখা। ওনি যাহা কিছু ইচ্ছে লিখুন। আমি আর উত্তুর দিচ্ছি না। সবাই ভাল থাকুন। ধন্যবাদ।